গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা জজের কার্যালয়, ঝিনাইদহ।
ওয়েব সাইট: jhenaidah.judiciary.gov.bd

বিভাগীয় মামলা নং-০২/২০২৫

রাষ্ট্র	বনাম	মোঃ আজিজুর রহমান নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী) নেজারত বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ।

আদেশ নং-২২
তারিখ- ১০/০২/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

যেহেতু, ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, নেজারত বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ কর্তৃক তাঁর কার্যালয়ের ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের ১৯০ নং স্মারক পত্রে মোঃ আজিজুর রহমান, নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী), নেজারত বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ এর বিরুদ্ধে গত ১৫/০৭/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসন্ধান অন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় গত ১২/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখের ০৩ নং নোটের আদেশ মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মচারী এর প্রতি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি গত ২৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ ডাকযোগে (নং-DL833957768BD) কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব দাখিল করেন।

অভিযুক্ত কর্মচারী তার দাখিলী জবাবের সাথে তিনি ১৮/০৭/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে শারীরিকভাবে অসুস্থ আছেন মর্মে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেন যেখানে IHD (Ischemic Heart Disease) with Rheumatic Pain of right hand উল্লেখ থাকলেও অসুস্থতার স্ব-পক্ষে কোন এক্সরে, ই.সি.জি, ইকোকার্ডিওগ্রাম বা কোন মেডিকেল টেস্ট এর রিপোর্ট প্রদান করেননি। অভিযুক্ত কর্মচারী মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানকারী চিকিৎসককে দেখালেও তিনি তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করেননি বা কোন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট রেফার্ড করেননি। তাছাড়া, কোনরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া এ ধরণের মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ইনচার্জ, নেজারত বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ বিগত ১৫/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানকারী ডাঃ মোঃ ফেরদৌস খান-এর চিকিৎসক রেজিস্ট্রেশন নম্বর- এ-১৫৭৬৬ বাতিলের জন্য কেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে না এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে মর্মে পত্র প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য নোটিশ ইস্যু করলে মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানকারী ডাঃ মোঃ ফেরদৌস খান উক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা তার উচিত হয়নি, পেশাগত জীবনে প্রথমবারের মতো এধরণের ভুল উল্লেখ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিগত ১৯/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন।

তাছাড়া, অভিযুক্ত কর্মচারীর দাখিলী জবাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মচারী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঝিনাইদহ বরাবর গত ১৯/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত ছয় মাসের মেডিকেল ছুটির আবেদন করেছেন যা তিনি গত ১৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে ডাকযোগে ১৭৯ নং রেজিস্ট্রি রশিদে (নং-DL826349824BD) প্রেরণ করেছেন। উক্ত আবেদনের সাথে অভিযুক্ত কর্মচারী একই চিকিৎসক ডাঃ মোঃ ফেরদৌস খান প্রদত্ত অপর একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন যা গত ১৯/০১/২০২৬ তারিখে ইস্যু করা হয়েছে। অথচ অভিযুক্ত কর্মচারী উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেটটি ইস্যুর ০১ (এক) দিন আগেই তথা গত ১৮/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ অভিযুক্ত কর্মচারী ১৯/০১/২০২৬ খ্রিঃ তারিখ দিয়ে উক্ত মেডিকেল সার্টিফিকেটটি জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরি করেছেন মর্মে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায়, জাল-জালিয়াতির বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার জন্য বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঝিনাইদহ-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

যেহেতু, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহের নেজারত শাখায় কর্মরত অভিযুক্ত কর্মচারী নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৩ (গ) অনুযায়ী 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক ০২/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে কোন জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৩ (গ) অনুযায়ী 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলী তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান-কে অভিযোগের ভিত্তিতে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৪ (৩) (ঘ) অনুযায়ী সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা বা উক্ত বিধি মোতাবেক অন্য কোন গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না সেমর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের বিপরীতে প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে পারেননি;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মচারী নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৩ (গ) অনুযায়ী 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪ (৩) (ঘ) নং বিধি অনুযায়ী তাকে পলায়নের তারিখ তথা গত ১৫/০৭/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

একই সাথে উক্তরূপে অত্র বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

বরখাস্তের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সার্ভিস বইয়ে নোট দেওয়া হোক।

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ এমরান হোসেন চৌধুরী)
জেলা জজ, ঝিনাইদহ।
১০.০২.২০২৬ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা জজের কার্যালয়, ঝিনাইদহ

স্মারক নং-৩৮/জে,জ,ঝিনাই

তারিখ- ১০.০২.২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো-

১। বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঝিনাইদহ।
২-৩। বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, নেজারত/হিসাব বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ।
৪। ডিস্ট্রিক্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ঝিনাইদহ।
৫। অফিসার ইনচার্জ, ঝিনাইদহ সদর থানা, ঝিনাইদহ (আপনাকে আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্থায়ী ঠিকানায় জারী অন্তে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হলো)।
৬। জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, নৈশ প্রহরী (প্রেষণেঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী), নেজারত বিভাগ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ (স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা- মোঃ মকবুল হুসাইন সরদার, গ্রাম- কল্যানপুর, ডাকঘর- সাবেক বানিয়াবহু, বর্তমান- রবি নারিকেলবাড়ীয়া, থানা- ঝিনাইদহ সদর, জেলা- ঝিনাইদহ)।
৭। অফিস কপি।

১০/০২/২৬
(মোঃ এমরান হোসেন চৌধুরী)
জেলা জজ, ঝিনাইদহ।
১০.০২.২০২৬ খ্রিঃ